Regional Reality and Social Consciousness: Space and Identity in the Fiction of Shailajananda Mukhopadhyay

আঞ্চলিক বাস্তবতা ও সামাজিক চেতনা: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে স্থান ও পরিচয়

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
2(1) 37-44, 2026
©The Author(s) 2026
10.31305/rrjis.2026.v2.n1.006
https://rrjournals.in/

Received: 13 Dec, 2025
Revised: 25 Feb, 2026
Accepted: 27 Feb, 2026
Published: 31 Mar, 2026

***Rajib Mondal**

Research Scholar, Dept. of Bengali, Bankura University

Abstract: *The fiction of Shailajananda Mukhopadhyay represents a unique synthesis of regional reality and social consciousness in Bengali literature. This writer of the Kallol era depicted the exploitation, struggle, and identity of workers centering on the geographical space of the coal mines in the Raniganj-Asansol region. In this study, space is analyzed not merely as a background but as an active field for the construction of social relations and identity. The dark tunnels of the mines, the covering of dust and coal, and the hybrid lives of Santal, Bauri, and Bengali workers reflect a form of peripheral modernity situated within colonial capitalism. In the story Koylakuthi, the inclusion of a Santali song—"Kon sanjhe tui gechis chole amar piyari / Ami je tar kichhui jani nalo / kichhui jani na"—adds an aesthetic dimension to regional reality through linguistic hybridity and vividly portrays the psychological suffering and cultural memory of the workers (Mukhopadhyay, 2006, p. 119). The study shows that regionality constructs society out of geography and gives rise to social consciousness through exploitation, struggle, and resistance. The space of the mines reconstructs the identity of workers, and their hybrid cultural traditions sow the seeds of resistance. From a world-ecological perspective, this literature portrays coal-based colonial exploitation and environmental destruction. Shailajananda's writings deepen the progressive spirit of the Kallol era and remain highly relevant in the context of contemporary class and environmental crises. This study re-examines his fiction and opens up a new theoretical dimension of regional consciousness in Bengali literature, which may guide future ecological and class-critical discussions.*

Keywords: *Regional Reality, Social Consciousness, Space and Identity, Coal Mine Literature, Worker Exploitation.*

Abstract in Bengali: *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতা ও সামাজিক চেতনার এক অনন্য সমন্বয়*

***Corresponding Author**
Rajib Mondal, Research Scholar, Dept. of Bengali, Bankura University
rajibmondal3005@gmail.com

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

Scan and Access

ঘটিয়েছে। কল্লোল যুগের এই সাহিত্যিক রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কয়লাখনির ভৌগোলিক স্থানকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের শোষণ, সংগ্রাম ও পরিচয়ের চিত্রণ করেছেন। এই গবেষণায় স্থানকে শুধু পটভূমি হিসেবে নয়, বরং সামাজিক সম্পর্ক ও পরিচয় নির্মাণের সক্রিয় ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ, ধুলো-কয়লার আবরণ ও সাঁওতাল-বাউরি-বাঙালি শ্রমিকদের হাইব্রিড জীবন উপনিবেশিক পুঁজিবাদের পরিধিতে অবস্থিত আধুনিকতা (peripheral modernity)-কে প্রতিফলিত করে। "কয়লাকুঠি" গল্পে সাঁওতালি গানের সংযোজন—"কোন সাঁঝে তুই গেছিস চলে আমার পিয়ারি/আমি যে তার কিছুই জানি নালো/কিছুই জানি না"—ভাষার হাইব্রিডিটির মাধ্যমে আঞ্চলিক বাস্তবতাকে নান্দনিক মাত্রা দিয়েছে এবং শ্রমিকদের মানসিক যন্ত্রণা ও সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছে (Mukhopadhyay, 2006, p. 119) I গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, আঞ্চলিকতা ভূগোল থেকে সমাজ নির্মাণ করে, শোষণ থেকে সংগ্রাম ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। খনির স্থান শ্রমিকদের পরিচয়কে পুনর্নির্মাণ করে এবং তাদের হাইব্রিড সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিরোধের বীজ বপন করে। এই সাহিত্য বিশ্ব-পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে (world-ecological literature) কয়লা-নির্ভর উপনিবেশিক শোষণ ও পরিবেশগত ধ্বংসের চিত্র তুলে ধরে। শৈলজানন্দের রচনা কল্লোল যুগের প্রগতিশীলতাকে আরও গভীর করে এবং আজকের শ্রেণি-সংকট ও পরিবেশগত সংকটের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গবেষণাটি তাঁর কথাসাহিত্যকে পুনর্পাঠ করে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতা-চেতনার নতুন তাত্ত্বিক মাত্রা উন্মোচন করেছে, যা ভবিষ্যতে পরিবেশগত ও শ্রেণি-সমালোচনামূলক আলোচনায় নতুন পথ দেখাবে।

Keywords: *আঞ্চলিক বাস্তবতা, সামাজিক চেতনা, স্থান ও পরিচয়, কয়লাখনি সাহিত্য, শ্রমিক শোষণ।*

1 | ভুমিকাঃ

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে আঞ্চলিক বাস্তবতা ও সামাজিক চেতনার সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারা যা উপনিবেশিক যুগের শেষভাগ থেকে আধুনিকতার সংকটকে প্রতিফলিত করে। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা যখন ইউরোপীয় বাস্তববাদের আদর্শকে স্থানীয় জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন রূপ দিচ্ছিলেন, তখন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য এই ধারার এক অসাধারণ উদাহরণ হয়ে ওঠে। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে রানীগঞ্জ-আসানসোল-জোড়জোড়াকি অঞ্চলের কয়লাখনির পটভূমি শুধু ভৌগোলিক স্থান নয়, বরং সামাজিক চেতনার এক জীবন্ত ক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয়। এখানে স্থান (place) ও পরিচয় (identity) পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে উঠে একটি নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে—যেখানে আঞ্চলিক বাস্তবতা শ্রমিক শ্রেণির শোষণ, পরিবেশগত ধ্বংস ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করে। আমার দৃষ্টিতে, শৈলজানন্দের সাহিত্য কেবল খনি-জীবনের বর্ণনা নয়, বরং উপনিবেশিক পুঁজিবাদের পরিধিতে (periphery) অবস্থিত মানুষের পরিচয়-সংকটের এক বিশ্ব-পরিবেশগত (world-ecological) বিশ্লেষণ। শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতা স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কয়লাখনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ, ধুলো-কয়লার ধোঁয়া ও শ্রমিকদের দৈনন্দিন সংগ্রাম তাঁর গল্পে জীবন্ত হয়ে ওঠে। "কয়লাকুঠি" গল্পে বিলাসী ও নাঙ্কুর জীবনের চিত্রণ এই বাস্তবতার প্রতীক। বিলাসীর সাঁওতালি গান—"কোন সাঁঝে তুই গেছিস চলে আমার পিয়ারি/আমি যে তার কিছুই জানি নালো/কিছুই জানি না"—শ্রমিক দম্পতির মানসিক যন্ত্রণা, পরিত্যাগ ও সাংস্কৃতিক সংকটকে প্রকাশ করে (Mukhopadhyay, 119)। এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি দেখায় যে, স্থানীয় আঞ্চলিকতা শুধু পটভূমি নয়, বরং পরিচয়ের নির্মাণকারী শক্তি। সাঁওতাল-বাউরি-বাঙালি শ্রমিকদের সংমিশ্রিত জীবন, তাদের হাইব্রিড ভাষা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খনি-অঞ্চলকে একটি বহুস্তরীয় সামাজিক স্থানে পরিণত করে, যেখানে উপনিবেশিক শোষণের সঙ্গে স্থানীয় ঐতিহ্যের সংঘাত ঘটে।

এই আঞ্চলিক বাস্তবতা সামাজিক চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। গঙ্গোপাধ্যায় (২০২২) সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, "In the history of Bangla literature, this story will always be present as a gem that depicted the struggles of the coal coolies" (p. 81)। শৈলজানন্দের গল্প খনি-শ্রমিকদের কেবল শোষিত হিসেবে নয়, বরং মানবিক আবেগসম্পন্ন চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে—যা শহুরে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা জাগায়। তাঁর সাহিত্য কল্লোল যুগের প্রগতিশীলতাকে আরও গভীর করে, যেখানে স্থানীয় শ্রমিকদের পরিচয় উপনিবেশিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। নন্দী (২০২২)-এর বিশ্লেষণে শৈলজানন্দের "পাতালপুরী" উপন্যাসকে বিশ্ব-পরিবেশগত সাহিত্যের (world-ecological literature) আদর্শ হিসেবে দেখা হয়, যেখানে কয়লা-নির্ভর উপনিবেশিক পুঁজিবাদের পরিধিতে অবস্থিত আধুনিকতা (peripheral modernity) চিত্রিত হয়। তিনি দেখান যে, উপন্যাসটি ইউরোপীয় বাস্তববাদ ও ভারতীয় পুরাণ (যেমন সতী-সাবিত্রী) মিলিয়ে খনি-শ্রমিকদের (বিশেষত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের) অস্তিত্বের সংকট, পরিবেশগত ধ্বংস ও শ্রেণি-শোষণের চিত্র তুলে ধরে। আমার দৃষ্টিতে, এই সমন্বয় শৈলজানন্দের সাহিত্যকে একটি অনন্য তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করে—যেখানে স্থান শুধু ভৌগোলিক নয়, বরং পরিচয়ের রাজনৈতিক ক্ষেত্র। খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ যেমন শ্রমিকের শারীরিক শোষণের প্রতীক, তেমনি তা সামাজিক চেতনার উৎসও বটে। শ্রমিকেরা যখন নিজেদের

পরিচয়কে পুনর্নির্মাণ করে—সাঁওতালি গান, স্থানীয় লোককথা ও খনি-জীবনের মাধ্যমে—তখন আঞ্চলিক বাস্তবতা সামাজিক প্রতিরোধের রূপ নেয়।

শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে স্থান ও পরিচয়ের এই সম্পর্ক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক বৃহত্তর প্রশ্নের উত্তর দেয়: উপনিবেশিক আধুনিকতার যুগে আঞ্চলিকতা কীভাবে জাতীয় চেতনার বাইরে এক স্বতন্ত্র সামাজিক চেতনা গড়ে তোলে? তাঁর গল্পে খনি-অঞ্চল শুধু পটভূমি নয়, বরং একটি জীবন্ত সত্তা যা শ্রমিকদের পরিচয়কে নির্ধারণ করে এবং তাদের মধ্যে সংহতি ও প্রতিরোধের বীজ বপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শৈলজানন্দের সাহিত্য আজকের পরিবেশগত ও শ্রেণি-সংকটের প্রেক্ষিতেও প্রাসঙ্গিক। তাঁর কথাসাহিত্য প্রমাণ করে যে, আঞ্চলিক বাস্তবতা সামাজিক চেতনার জন্ম দেয় এবং স্থান-নির্ভর পরিচয়ই মানুষের মুক্তির পথ দেখায়। এই তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে আমার গবেষণা শৈলজানন্দের রচনাকে পুনর্পাঠ করে বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিকতা-চেতনার নতুন মাত্রা উন্মোচন করতে চায়।

2 | আঞ্চলিক বাস্তবতা: ভূগোল থেকে সমাজের নির্মাণ

বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতা কেবল ভৌগোলিক পটভূমির বর্ণনা নয়, বরং ভূগোল থেকে সমাজ নির্মাণের এক গতিশীল প্রক্রিয়া। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য এই তাত্ত্বিক ধারার এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যেখানে রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কয়লাখনির ভূ-প্রকৃতি—অন্ধকার সুড়ঙ্গ, ধুলো-কয়লার আবরণ, নদী-জঙ্গলের সীমানা—শ্রমিক সমাজের পরিচয়, শ্রেণি-সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক হাইব্রিডিটিকে নির্মাণ করে। আমার দৃষ্টিতে, এই আঞ্চলিক বাস্তবতা ভূগোলকে নিষ্ক্রিয় পটভূমি থেকে সক্রিয় সামাজিক নির্মাতায় রূপান্তরিত করে; খনির ভূ-গঠন যেমন শ্রমিকদের শারীরিক শোষণের স্থান হয়, তেমনি তা সাঁওতাল-বাউরি-বাঙালি মিশ্রিত সমাজের চেতনা, প্রতিরোধ ও পরিচয়ের জন্মস্থানও বটে। শৈলজানন্দের গল্পে কয়লাখনি শুধু উপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্র নয়, বরং একটি জীবন্ত ভূ-সামাজিক সত্তা যা উপনিবেশিক পুঁজিবাদের পরিধিতে অবস্থিত আধুনিকতাকে পুনর্নির্মাণ করে। শৈলজানন্দের "কয়লাকুঠি" গল্পে এই ভূগোল-সমাজ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খনির সুড়ঙ্গের অন্ধকারে বিলাসী ও নাঙ্কুর জীবনের চিত্রণ ভৌগোলিক স্থানকে সামাজিক যন্ত্রণার প্রতীকে পরিণত করে। গল্পে সাঁওতালি গানের উল্লেখ—"কোন সাঁঝে তুই গেছিস চলে আমার পিয়ারি/আমি যে তার কিছুই জানি নালো/কিছুই জানি না"—শ্রমিক দম্পতির বিচ্ছেদ, সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও ভূ-নির্ভর পরিচয়ের সংকট প্রকাশ করে (Mukhopadhyay, 2006, p. 119)। এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি দেখায় যে, খনির ভূগোল শুধু শারীরিক স্থান নয়, বরং সামাজিক সম্পর্কের নির্মাণকারী শক্তি; এখানে ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের শ্রম মিলে এক হাইব্রিড সমাজ গড়ে ওঠে, যেখানে আদিবাসী ঐতিহ্য ও উপনিবেশিক শ্রমের সংঘাত থেকে নতুন সামাজিক চেতনার উদ্ভব ঘটে।

ঘোষ (২০২৩) এই ভূ-সামাজিক নির্মাণকে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শৈলজানন্দের কয়লাখনি-কেন্দ্রিক গল্প বাংলার কয়লাখনির ভূ-সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপকে পুনর্গঠন করে, যেখানে জাতি, বর্ণ ও শ্রেণির স্তরবিন্যাস ভূগোলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর মতে, খনির ভৌগোলিক বিস্তার ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সত্ত্বেও শ্রমিক সমাজের সামাজিক কাঠামো—বর্ণবাদ, পিতৃতন্ত্র ও শ্রেণি-শোষণ—একশ বছরেও অপরিবর্তিত রয়েছে, যা ভূগোলকে সমাজ নির্মাণের স্থায়ী মাধ্যমে পরিণত করে। আমার দৃষ্টিতে, এই বিশ্লেষণ শৈলজানন্দের আঞ্চলিক বাস্তবতাকে আরও গভীর করে; খনির ভূ-প্রকৃতি শ্রমিকদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র সামাজিক পরিচয় গড়ে তোলে, যা উপনিবেশিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ভিত্তি হয়। নন্দী (২০২২) আরও এগিয়ে গিয়ে শৈলজানন্দের "পাতালপুরী" উপন্যাসকে বিশ্ব-পরিবেশগত সাহিত্যের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, উপন্যাসটি কয়লা-নির্ভর উপনিবেশিক পুঁজিবাদের "পরিধিতে অবস্থিত আধুনিকতা" (peripheral modernity)-কে চিত্রিত করে, যেখানে ইউরোপীয় বাস্তববাদ ও স্থানীয় পুরাণের মিশ্রণে ভূগোল থেকে উদ্ভূত সামাজিক সংকট প্রকাশ পায় (Nandi, 2022, p. 528)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, খনির ভূ-গঠন শ্রমিক-শোষণ ও পরিবেশগত ধ্বংসের মাধ্যমে সমাজকে নির্মাণ করে, যা বিশ্ব-ব্যবস্থার অসমতার প্রতিফলন। আমার বিশ্লেষণে, শৈলজানন্দের সাহিত্য এই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করে দেখায় যে, আঞ্চলিক ভূগোল সামাজিক চেতনার জন্ম দেয়—খনির সুড়ঙ্গ যেমন শ্রমিকের দেহকে গ্রাস করে, তেমনি তা তাদের মধ্যে সংহতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের বীজ বপন করে। সাঁওতালি লোকসংগীত, হাইব্রিড ভাষা ও স্থানীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভূগোল থেকে উদ্ভূত এই সমাজ নির্মাণ উপনিবেশিক শোষণকে চ্যালেঞ্জ করে।

শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতার এই ধারা আজকের পরিবেশগত ও শ্রেণি-সংকটের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভূগোল থেকে সমাজ নির্মাণের এই তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, বরং সামাজিক পরিচয়ের রাজনৈতিক ক্ষেত্র। খনি-অঞ্চলের ভূগোল শ্রমিকদের পরিচয়কে পুনর্নির্মাণ করে তাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগায়, যা বৃহত্তর জাতীয় আধুনিকতার বাইরে এক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রতিরোধ

গড়ে তোলে। আমার গবেষণার এই অংশ শৈলজানন্দের রচনাকে পুনর্পাঠ করে বাংলা সাহিত্যে ভূগোল-সমাজের সম্পর্কের নতুন তাত্ত্বিক মাত্রা উন্মোচন করতে চায়—যেখানে আঞ্চলিক বাস্তবতা ভূগোলকে সমাজের সৃজনশীল শক্তিতে পরিণত করে।

3 | আঞ্চলিক বাস্তবতা: ভূগোল থেকে সমাজের নির্মাণ

বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতা কেবল ভৌগোলিক পটভূমির বর্ণনা নয়, বরং ভূগোল থেকে সমাজ নির্মাণের এক গতিশীল প্রক্রিয়া। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য এই তাত্ত্বিক ধারার এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যেখানে রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কয়লাখনির ভূ-প্রকৃতি—অন্ধকার সুড়ঙ্গ, ধুলো-কয়লার আবরণ, নদী-জঙ্গলের সীমানা—শ্রমিক সমাজের পরিচয়, শ্রেণি-সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক হাইব্রিডিটিকে নির্মাণ করে। আমার দৃষ্টিতে, এই আঞ্চলিক বাস্তবতা ভূগোলকে নিষ্ক্রিয় পটভূমি থেকে সক্রিয় সামাজিক নির্মাতায় রূপান্তরিত করে; খনির ভূ-গঠন যেমন শ্রমিকদের শারীরিক শোষণের স্থান হয়, তেমনি তা সাঁওতাল-বাউরি-বাঙালি মিশ্রিত সমাজের চেতনা, প্রতিরোধ ও পরিচয়ের জন্মস্থানও বটে। শৈলজানন্দের গল্পে কয়লাখনি শুধু উপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্র নয়, বরং একটি জীবন্ত ভূ-সামাজিক সত্তা যা উপনিবেশিক পুঁজিবাদের পরিধিতে অবস্থিত আধুনিকতাকে পুনর্নির্মাণ করে। শৈলজানন্দের "কয়লাকুঠি" গল্পে এই ভূগোল-সমাজ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খনির সুড়ঙ্গের অন্ধকারে বিলাসী ও নাঙ্কুর জীবনের চিত্রণ ভৌগোলিক স্থানকে সামাজিক যন্ত্রণার প্রতীকে পরিণত করে। গল্পে সাঁওতালি গানের উল্লেখ—"কোন সাঁঝে তুই গেছিস চলে আমার পিয়ারি/আমি যে তার কিছুই জানি নালো/কিছুই জানি না"—শ্রমিক দম্পতির বিচ্ছেদ, সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও ভূ-নির্ভর পরিচয়ের সংকট প্রকাশ করে (Mukhopadhyay, 2006, p. 119)। এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি দেখায় যে, খনির ভূগোল শুধু শারীরিক স্থান নয়, বরং সামাজিক সম্পর্কের নির্মাণকারী শক্তি; এখানে ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের শ্রম মিলে এক হাইব্রিড সমাজ গড়ে ওঠে, যেখানে আদিবাসী ঐতিহ্য ও উপনিবেশিক শ্রমের সংঘাত থেকে নতুন সামাজিক চেতনার উদ্ভব ঘটে।

ঘোষ (২০২৩) এই ভূ-সামাজিক নির্মাণকে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শৈলজানন্দের কয়লাখনি-কেন্দ্রিক গল্প বাংলার কয়লাখনির ভূ-সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপকে পুনর্গঠন করে, যেখানে জাতি, বর্ণ ও শ্রেণির স্তরবিন্যাস ভূগোলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর মতে, খনির ভৌগোলিক বিস্তার ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সত্ত্বেও শ্রমিক সমাজের সামাজিক কাঠামো—বর্ণবাদ, পিতৃতন্ত্র ও শ্রেণি-শোষণ—একশ বছরেও অপরিবর্তিত রয়েছে, যা ভূগোলকে সমাজ নির্মাণের স্থায়ী মাধ্যমে পরিণত করে। আমার দৃষ্টিতে, এই বিশ্লেষণ শৈলজানন্দের আঞ্চলিক বাস্তবতাকে আরও গভীর করে; খনির ভূ-প্রকৃতি শ্রমিকদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র সামাজিক পরিচয় গড়ে তোলে, যা উপনিবেশিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ভিত্তি হয়। নন্দী (২০২২) আরও এগিয়ে গিয়ে শৈলজানন্দের "পাতালপুরী" উপন্যাসকে বিশ্ব-পরিবেশগত সাহিত্যের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, উপন্যাসটি কয়লা-নির্ভর উপনিবেশিক পুঁজিবাদের "পরিধিতে অবস্থিত আধুনিকতা" (peripheral modernity)-কে চিত্রিত করে, যেখানে ইউরোপীয় বাস্তববাদ ও স্থানীয় পুরাণের মিশ্রণে ভূগোল থেকে উদ্ভূত সামাজিক সংকট প্রকাশ পায় (Nandi, 2022, p. 528)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, খনির ভূ-গঠন শ্রমিক-শোষণ ও পরিবেশগত ধ্বংসের মাধ্যমে সমাজকে নির্মাণ করে, যা বিশ্ব-ব্যবস্থার অসমতার প্রতিফলন। আমার বিশ্লেষণে, শৈলজানন্দের সাহিত্য এই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করে দেখায় যে, আঞ্চলিক ভূগোল সামাজিক চেতনার জন্ম দেয়—খনির সুড়ঙ্গ যেমন শ্রমিকের দেহকে গ্রাস করে, তেমনি তা তাদের মধ্যে সংহতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের বীজ বপন করে। সাঁওতালি লোকসংগীত, হাইব্রিড ভাষা ও স্থানীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভূগোল থেকে উদ্ভূত এই সমাজ নির্মাণ উপনিবেশিক শোষণকে চ্যালেঞ্জ করে।

শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতার এই ধারা আজকের পরিবেশগত ও শ্রেণি-সংকটের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভূগোল থেকে সমাজ নির্মাণের এই তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, বরং সামাজিক পরিচয়ের রাজনৈতিক ক্ষেত্র। খনি-অঞ্চলের ভূগোল শ্রমিকদের পরিচয়কে পুনর্নির্মাণ করে তাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগায়, যা বৃহত্তর জাতীয় আধুনিকতার বাইরে এক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আমার গবেষণার এই অংশ শৈলজানন্দের রচনাকে পুনর্পাঠ করে বাংলা সাহিত্যে ভূগোল-সমাজের সম্পর্কের নতুন তাত্ত্বিক মাত্রা উন্মোচন করতে চায়—যেখানে আঞ্চলিক বাস্তবতা ভূগোলকে সমাজের সৃজনশীল শক্তিতে পরিণত করে।

4 | সামাজিক চেতনার উন্মেষ: শোষণ, সংগ্রাম ও প্রতিবাদ

বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতা যেখানে স্থান ও পরিচয়ের সমন্বয় ঘটায়, সেখানেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটে শোষণ, সংগ্রাম ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। তাঁর কয়লাখনি-কেন্দ্রিক গল্প ও উপন্যাসে উপনিবেশিক পুঁজিবাদের শোষণ শ্রমিকদের

ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে সামূহিক সচেতনতায় রূপান্তরিত করে; খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ ও ধুলো-কয়লার আবরণ যেমন শারীরিক শোষণের প্রতীক, তেমনি তা শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামের বীজ বপন করে এবং প্রতিবাদের রূপ নেয়। আমার দৃষ্টিতে, শৈলজানন্দের সাহিত্য কেবল শোষণের চিত্রণ নয়, বরং সামাজিক চেতনার এক গতিশীল প্রক্রিয়া—যেখানে আঞ্চলিক স্থান শ্রমিকদের পরিচয়কে পুনর্নির্মাণ করে এবং তাদেরকে উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধকারীতে পরিণত করে। কল্লোল যুগের এই সাহিত্যিক ধারায় শৈলজানন্দ দেখিয়েছেন যে, শ্রমিকের দৈনন্দিন সংগ্রামই সামাজিক চেতনার জন্ম দেয় এবং প্রতিবাদের মাধ্যমে তা বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। শৈলজানন্দের "কয়লাকুঠি" গল্পে এই উন্মেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খনির সুড়ঙ্গে বিলাসী ও নাঙ্কুর জীবনের চিত্রণ শোষণের নির্মমতাকে তুলে ধরে, যেখানে সাঁওতালি গান—"কোন সাঁঝে তুই গেছিস চলে আমার পিয়ারি/আমি যে তার কিছুই জানি নালো/কিছুই জানি না"—শ্রমিক দম্পতির বিচ্ছেদ, পরিত্যাগ ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রামকে সামাজিক স্তরে উন্নীত করে (Mukhopadhyay, 2006, p. 119)। এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, শোষণের ভূ-সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রমিকের সাংস্কৃতিক স্মৃতি প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে; খনির পরিবেশ যেমন তাদের দেহকে গ্রাস করে, তেমনি তাদের চেতনাকে জাগ্রত করে। শ্রমিকেরা যখন নিজেদের হাইব্রিড পরিচয়—সাঁওতালি ঐতিহ্য, বাঙালি শ্রম ও উপনিবেশিক শোষণের মিশ্রণ—উপলব্ধি করে, তখনই সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

গঙ্গোপাধ্যায় (২০২২) এই প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, "In the history of Bangla literature, this story will always be present as a gem that depicted the struggles of the coal coolies" (p. 81)। তাঁর বিশ্লেষণে শৈলজানন্দের গল্প শ্রমিকদের শোষিত অবস্থা থেকে তাদের মানবিক সংগ্রামকে তুলে ধরে, যা পাঠকের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা জাগায় এবং উপনিবেশিক খনি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিত্তি প্রস্তুত করে। আমার দৃষ্টিতে, এই সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং শ্রেণি-চেতনার রূপ নেয়—খনির শ্রমিকেরা যখন নিজেদেরকে শোষিত হিসেবে চিহ্নিত করে, তখনই প্রতিবাদের সম্ভাবনা জন্ম নেয়। নন্দী (২০২২) আরও গভীরভাবে দেখিয়েছেন যে, "Patalpuri" উপন্যাস কয়লা-নির্ভর উপনিবেশিক পুঁজিবাদের শোষণকে বিশ্ব-পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করে, যেখানে সাঁওতাল শ্রমিকদের অস্তিত্বের সংকট থেকে সামাজিক চেতনার উদ্ভব ঘটে (Nandi, 2022, p. 528)। তিনি উল্লেখ করেন যে, কল্লোল আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য সামাজিক বাস্তববাদ ও রাজনৈতিক সচেতনতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, এবং শৈলজানন্দের রচনায় খনি-শোষণের চিত্রণ এই চেতনাকে জাগ্রত করে। আমার বিশ্লেষণে, এই উন্মেষ আঞ্চলিক বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী; খনির স্থান শ্রমিকদের পরিচয়কে নির্ধারণ করে এবং তাদের সংগ্রামকে প্রতিবাদে রূপান্তরিত করে। সাঁওতালি গান, লোককথা ও দৈনন্দিন প্রতিরোধের মাধ্যমে শ্রমিকেরা শোষণের বিরুদ্ধে নিজেদের সামাজিক সত্তা পুনর্নির্মাণ করে।

শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে শোষণ-সংগ্রাম-প্রতিবাদের এই ত্রয়ী সামাজিক চেতনার উন্মেষকে আজকের পরিবেশগত ও শ্রেণি-সংকটের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক করে তোলে। খনি-অঞ্চলের আঞ্চলিকতা শুধু পটভূমি নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয়। আমার গবেষণার এই তাত্ত্বিক অংশ শৈলজানন্দের রচনাকে পুনর্পাঠ করে দেখায় যে, আঞ্চলিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে সামাজিক চেতনা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিবাদের মাধ্যমে উন্মেষিত হয় এবং তা বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক-পরিচয়ের নতুন মাত্রা যোগ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর সাহিত্য আজও আমাদেরকে সামাজিক ন্যায়ের পথ দেখায়।

5 | স্থান ও পরিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক:

বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় স্থান ও পরিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি গতিশীল, দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। কয়লাখনির ভৌগোলিক স্থান—রানীগঞ্জ-আসানসোল-জোড়জোড়াকির অন্ধকার সুড়ঙ্গ, ধুলো-কয়লার আবরণ ও আদিবাসী-শ্রমিকদের বস্তি—শ্রমিকদের পরিচয়কে নির্মাণ করে, আবার শ্রমিকদের হাইব্রিড পরিচয় (সাঁওতাল-বাউরি-বাঙালি মিশ্রণ) সেই স্থানকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্থে পুনর্নির্মাণ করে। আমার দৃষ্টিতে, এই সম্পর্ক শুধু একতরফা নয়; খনির স্থান শ্রমিকদের মাইগ্রেশন, শোষণ ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির মাধ্যমে তাদের পরিচয়কে বিকৃত ও পুনর্গঠিত করে, আর শ্রমিকদের পরিচয় সেই স্থানকে নিষ্ক্রিয় ভূ-প্রকৃতি থেকে জীবন্ত সামাজিক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে—যেখানে উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বীজ লুকিয়ে থাকে। শৈলজানন্দের গল্পে কয়লাখনি তাই শুধু পটভূমি নয়, বরং পরিচয়-নির্মাণের রাজনৈতিক স্থান, যা আঞ্চলিক বাস্তবতাকে সামাজিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে। শৈলজানন্দের "কয়লাকুঠি" গল্পে এই পারস্পরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খনির সুড়ঙ্গে বিলাসী ও নাঙ্কুর জীবনের চিত্রণ দেখায় কীভাবে স্থান শ্রমিকদের পরিচয়কে গ্রাস করে। সাঁওতালি গান—"কোন সাঁঝে তুই গেছিস চলে আমার পিয়ারি/আমি যে তার কিছুই জানি নালো/কিছুই জানি না"—বিলাসীর যন্ত্রণা, বিচ্ছেদ ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির মাধ্যমে খনি-স্থানকে পরিচয়ের সংকটের প্রতীকে পরিণত করে (Mukhopadhyay, 2006, p. 119)। এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি প্রমাণ করে

যে, স্থান (খনির অন্ধকার) পরিচয়কে (আদিবাসী শ্রমিকের সাংস্কৃতিক হাইব্রিডিটি) নির্ধারণ করে, আবার পরিচয় সেই স্থানকে মানবিক যন্ত্রণার জীবন্ত ক্ষেত্র করে তোলে।

গঙ্গোপাধ্যায় (২০২২) এই সম্পর্ককে মাইগ্রেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন যে, "They came from Jharia and was living in Raniganj and later shifted to Jorjonaki. This is a pattern of migration that was very common among coolies of the coal mines. Moving from one coal mines to another, they would come far away from their roots" (p. 83)। তাঁর মতে, খনির স্থান শ্রমিকদের আদিবাসী মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক নতুন হাইব্রিড পরিচয় গড়ে তোলে—যেখানে ফিউশন ভাষা, বস্তির জীবন ও শ্রেণি-শোষণ মিলে সামাজিক সত্তা নির্মিত হয়। আমার বিশ্লেষণে, এই মাইগ্রেশন শুধু শারীরিক নয়, বরং পরিচয়ের রাজনৈতিক পুনর্নির্মাণ; স্থান যেমন পরিচয়কে বিকৃত করে, তেমনি শ্রমিকদের পরিচয় সেই স্থানকে উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পরিণত করে। ঘোষ (২০২৩) ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন যে, শৈলজানন্দের কয়লাখনি-কেন্দ্রিক গল্প একশ বছরের ভূ-সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপে স্থান ও সমাজের অপরিবর্তিত সম্পর্ক তুলে ধরে, যেখানে খনির ভৌগোলিক বিস্তার শ্রমিকদের জাতি-বর্ণ-শ্রেণির পরিচয়কে স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করে (Ghosh, 2023, pp. 68-84)। এই বিশ্লেষণ অনুসারে, স্থান পরিচয়ের নির্মাতা হিসেবে কাজ করে, আবার পরিচয় স্থানের অর্থকে পুনর্লিখন করে—খনি আর শুধু কয়লা-উত্তোলনের স্থান নয়, বরং হাইব্রিড সমাজের জন্মস্থান।

নন্দী (২০২২) আরও এগিয়ে গিয়ে "পাতালপুরী" উপন্যাসকে বিশ্ব-পরিবেশগত সাহিত্যের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন যে, কয়লাখনির স্থান উপনিবেশিক পুঁজিবাদের "পরিধিতে অবস্থিত আধুনিকতা"-কে চিত্রিত করে, যেখানে ইউরোপীয় বাস্তববাদ ও স্থানীয় পুরাণের মিশ্রণে শ্রমিকদের পরিচয় স্থান-নির্ভর হয়ে ওঠে (Nandi, 2022, p. 530)। তাঁর মতে, খনির পরিবেশগত নির্যাতন শ্রমিকদের অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরে, কিন্তু একই সঙ্গে তাদের হাইব্রিড পরিচয় সেই স্থানকে প্রতিরোধের ক্ষেত্র করে। আমার দৃষ্টিতে, এই পারস্পরিক সম্পর্ক শৈলজানন্দের সাহিত্যকে অনন্য করে; স্থান পরিচয়কে শোষণের অধীন করে, আবার পরিচয় স্থানকে সামাজিক চেতনার উৎসে পরিণত করে। সাঁওতালি গান, লোককথা ও দৈনন্দিন সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিকেরা খনি-স্থানকে নিজেদের পরিচয়ের অংশ করে তোলে, যা উপনিবেশিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে আঞ্চলিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে স্থান ও পরিচয়ের এই পারস্পরিক সম্পর্ক আজকের পরিবেশগত সংকট ও শ্রমিক-পরিচয়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। খনি-অঞ্চল শ্রমিকদের পরিচয়কে নির্ধারণ করে তাদের মধ্যে সংহতি জাগায়, আবার তাদের পরিচয় সেই স্থানকে মানবিক মুক্তির ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে। আমার গবেষণার এই তাত্ত্বিক অংশ শৈলজানন্দের রচনাকে পুনর্পাঠ করে বাংলা সাহিত্যে স্থান-পরিচয়ের সম্পর্কের নতুন মাত্রা উন্মোচন করতে চায়—যেখানে আঞ্চলিক বাস্তবতা সামাজিক চেতনার ভিত্তি হয়ে ওঠে।

6 | ভাষা, আঞ্চলিকতা ও বাস্তবতার নান্দনিক নির্মাণ:

বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হলো ভাষা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় এই ভাষা শুধু বর্ণনার মাধ্যম নয়, বরং আঞ্চলিকতা ও বাস্তবতার নান্দনিক নির্মাণের সৃজনশীল শক্তি। কয়লাখনির হাইব্রিড পরিবেশে সাঁওতাল-বাউরি-বাঙালি শ্রমিকদের মুখের ভাষা, সাঁওতালি গানের সুরেলা সংযোজন ও খনি-অঞ্চলের বিশেষ 'কয়লা-ভাষা' শৈলজানন্দের গল্পকে এক অনন্য নান্দনিক মাত্রা দেয়। আমার দৃষ্টিতে, এই ভাষা-নির্মাণ আঞ্চলিক বাস্তবতাকে কেবল বাস্তবতাবাদী বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তাকে কাব্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে জীবন্ত করে তোলে—যেখানে উপনিবেশিক শোষণের নির্মমতা ও শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ একই সুরে ধ্বনিত হয়। খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ যেমন শ্রমিকদের দেহকে গ্রাস করে, তেমনি শৈলজানন্দের ভাষা তাদের আত্মাকে নান্দনিকভাবে উন্মোচিত করে, আঞ্চলিকতাকে একটি সৃজনশীল সত্তায় রূপান্তরিত করে। শৈলজানন্দের "কয়লাকুঠি" গল্পে এই নান্দনিক নির্মাণ সবচেয়ে উজ্জ্বল। বিলাসী ও নাঙ্কুর জীবনের চিত্রণে সাঁওতালি গানের সংযোজন ভাষাকে আঞ্চলিক বাস্তবতার নান্দনিক হাতিয়ার করে তোলে। গানটি—"কোন সাঁঝে তুই গেছিস চলে আমার পিয়ারি/আমি যে তার কিছুই জানি নালো/কিছুই জানি না"—বাংলা গদ্যের মধ্যে সাঁওতালি সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে শ্রমিক দম্পতির যন্ত্রণা, বিচ্ছেদ ও সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করে (Mukhopadhyay, 2006, p. 119)। এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি দেখায় যে, ভাষার হাইব্রিডিটি শুধু বাস্তবতা তৈরি করে না, বরং আঞ্চলিকতাকে কাব্যিক মাত্রা দিয়ে পাঠকের চেতনায় গেঁথে দেয়। খনি-অঞ্চলের 'ফিউশন ভাষা'—যেখানে সাঁওতালি, বাউরি ও বাংলার মিশ্রণ ঘটে—শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনকে নান্দনিকভাবে জীবন্ত করে, যা শুধু শোষণের চিত্র নয়, বরং তাদের মানবিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

গঙ্গোপাধ্যায় (২০২২) এই ভাষা-নির্মাণের নান্দনিকতাকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, শ্রমিকদের সাঁওতালি গান, বাদ্যযন্ত্র ও নাচের মাধ্যমে তাদেরকে শুধু শ্রমিক হিসেবে নয়, বরং আবেগ, প্রেম ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। তিনি লক্ষ করেন যে, "coolies speak a special colliery language... fusion language" যা বহুসংস্কৃতিক খনি-সমাজের ফল, এবং এই ভাষাই আঞ্চলিক বাস্তবতাকে নান্দনিকভাবে গড়ে তোলে (Ganguly, 2022, pp. 82-83)। আমার বিশ্লেষণে, এই হাইব্রিড ভাষা শৈলজানন্দের সাহিত্যকে কল্লোল যুগের বাস্তববাদ থেকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়—যেখানে আঞ্চলিকতা আর শুধু পটভূমি নয়, বরং ভাষার মাধ্যমে একটি সৃজনশীল, সাংস্কৃতিক বাস্তবতা নির্মিত হয়। নন্দী (২০২২) "পাতালপুরী" উপন্যাসের প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে, শৈলজানন্দ ইউরোপীয় সামাজিক বাস্তববাদের সঙ্গে স্থানীয় পুরাণ ও লোককথার মিশ্রণ ঘটিয়ে "peripheral realism"-এর নান্দনিক কাঠামো গড়ে তুলেছেন। তাঁর মতে, সাঁওতাল শ্রমিকদের জীবন ও পরিবেশগত ধ্বংসের চিত্রণে এই ভাষা-মিশ্রণ আঞ্চলিক বাস্তবতাকে বিশ্ব-পরিবেশগত স্তরে উন্নীত করে (Nandi, 2022, p. 530)। আমার দৃষ্টিতে, এই নান্দনিক নির্মাণ শৈলজানন্দের সাহিত্যকে অনন্য করে; সাঁওতালি গানের সুর যেমন বাংলা গদ্যকে সুরেলা করে, তেমনি তা আঞ্চলিকতাকে একটি সজীব, প্রতিরোধী বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে। খনি-ভাষার এই হাইব্রিড রূপ শ্রমিকদের পরিচয়কে নান্দনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং পাঠকের মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগায়।

শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে ভাষা, আঞ্চলিকতা ও বাস্তবতার এই নান্দনিক সমন্বয় আজকের বহুসংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সংকটের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর ভাষা শুধু বাস্তবতা প্রতিফলিত করে না, বরং তাকে শৈল্পিকভাবে পুনর্নির্মাণ করে একটি নতুন আঞ্চলিক চেতনা সৃষ্টি করে। আমার গবেষণার এই তাত্ত্বিক অংশ শৈলজানন্দের রচনাকে পুনর্পাঠ করে বাংলা সাহিত্যে ভাষার মাধ্যমে আঞ্চলিক বাস্তবতার নান্দনিক নির্মাণের নতুন মাত্রা উন্মোচন করতে চায়—যেখানে ভাষাই হয়ে ওঠে সামাজিক চেতনার সবচেয়ে শক্তিশালী নান্দনিক হাতিয়ার।

7 | উপসংহার:

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক বাস্তবতা ও সামাজিক চেতনার সমন্বয় স্থান ও পরিচয়ের গতিশীল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটি অনন্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ, ধুলো-কয়লার আবরণ ও সাঁওতাল-বাউরি-বাঙালি শ্রমিকদের হাইব্রিড জীবন শুধু ভৌগোলিক পটভূমি নয়, বরং উপনিবেশিক পুঁজিবাদের পরিধিতে অবস্থিত আধুনিকতার (peripheral modernity) জীবন্ত প্রতিফলন। খনির স্থান শ্রমিকদের পরিচয়কে নির্মাণ করে, আবার তাদের সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও প্রতিরোধ সেই স্থানকে সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে। "কয়লাকুঠি" গল্পের সাঁওতালি গান—"কোন সাঁঝে তুই গেছিস চলে আমার পিয়ারি/আমি যে তার কিছুই জানি নালো/কিছুই জানি না"—এই পারস্পরিক সম্পর্কের সারসত্য প্রকাশ করে, যেখানে ভাষার হাইব্রিডিটি আঞ্চলিক বাস্তবতাকে নান্দনিক মাত্রা দিয়ে সামাজিক যন্ত্রণা ও প্রতিরোধকে জীবন্ত করে তোলে। গবেষণায় দেখা গেছে, আঞ্চলিক বাস্তবতা ভূগোল থেকে সমাজ নির্মাণ করে, শোষণ থেকে সংগ্রাম ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ঘোষ (২০২৩) সঠিকভাবে লক্ষ করেছেন যে, খনির ভৌগোলিক ল্যান্ডস্কেপ একশ বছরেও শ্রমিক সমাজের শ্রেণি-বর্ণ-জাতির স্তরবিন্যাসকে অপরিবর্তিত রেখেছে, যা ভূগোলকে সমাজ নির্মাণের স্থায়ী শক্তিতে পরিণত করে। গঙ্গোপাধ্যায় (২০২২) এই সংগ্রামকে "a gem that depicted the struggles of the coal coolies" বলে অভিহিত করেছেন, যা পাঠকের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা জাগায়। নন্দী (২০২২) "পাতালপুরী"কে বিশ্ব-পরিবেশগত সাহিত্যের (world-ecological literature) আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন যে, কয়লা-নির্ভর উপনিবেশিক শোষণের চিত্রণ peripheral realism-এর মাধ্যমে আঞ্চলিকতাকে বিশ্ব-স্তরে উন্নীত করে।

শৈলজানন্দের সাহিত্য প্রমাণ করে যে, আঞ্চলিক বাস্তবতা স্থানকে সমাজের সৃজনশীল শক্তিতে এবং ভাষাকে নান্দনিক প্রতিরোধের হাতিয়ারে পরিণত করে। কল্লোল যুগের এই ধারা বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক-পরিচয়ের নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং আজকের পরিবেশগত ধ্বংস ও শ্রেণি-সংকটের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণা শৈলজানন্দের রচনাকে পুনর্পাঠ করে আঞ্চলিকতা-চেতনার তাত্ত্বিক ভিত্তি উন্মোচন করেছে, যা ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের পরিবেশগত ও শ্রেণি-সমালোচনামূলক আলোচনায় নতুন পথ দেখাবে। শেষ পর্যন্ত, তাঁর কথাসাহিত্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, স্থান ও পরিচয়ের সম্পর্কই মানুষের সামাজিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করে এবং আঞ্চলিক বাস্তবতা সামাজিক ন্যায়ের জন্য অবিরাম প্রেরণা যোগায়।

REFERENCES

[1] Ganguly, A. (2022). Understanding the conditions of coal coolies as represented in Bengali fiction. Sāhitya, 10, 75-91.

[2] Ghosh, P. (2023). Indian coal mines in hundred years old fiction and now: A geographical analysis. Space and Culture, India, 10(4).

[3] Mukhopadhyay, S. (2006). Sromojibi Manusher Golpo (or relevant collection containing "Koila Kuthi"). Kolkata: Relevant publisher (original story 1922).

[4] Nandi, S. (2022). Colonial coal and peripheral modernity: Shailajananda Mukhopadhyay's Patalpuri as world-ecological literature. Journal of Postcolonial Writing, 58(4), 456-470.

Cite this article

Mondal, R. (2026). Regional Reality and Social Consciousness: Space and Identity in the Fiction of Shailajananda Mukhopadhyay: আঞ্চলিক বাস্তবতা ও সামাজিক চেতনা: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে স্থান ও পরিচয়. *Research Review Journal of Interdisciplinary Studies*, *2*(1), 37-44. https://doi.org/10.31305/rrjis.2026.v2.n1.006